রাখে। পাবলিকেশন এবং নতুন প্রকল্প, ওয়েবসাইট বুদ্ধিস্ট নারীদের সর্ম্পকে বিভিন্ন তথ্য প্রদান করে এবং একটি ফোরাম আছে যা গবেষণা, ধারণা এবং অভিজ্ঞতা শেয়ার

করে। একটি ধারাবাহিক প্রকাশনা বুদ্ধিস্ট নারীদের ইতিহাস এবং তাদের জীবন ও অবদান সর্ম্পকে ডকুমেন্ট প্রকাশ করে। বুদ্ধিস্ট নারীরা একত্রিত হয়ে তাদের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক পুর্নগঠন সর্ম্পকে ভূমিকা রাখে এবং তা অনুধাবন করতে পারে।

আমরা আপনাদেরকে অনুরোধ করছি আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে পৃথিবীব্যাপী বুদ্ধিস্ট নারীদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে পুরুষের সমান অধিকার আদায়ের মাধ্যমে সুন্দর পৃথিবী গড়ে তোলার এই প্রচেষ্টাকে সর্মথন জানাতে। সাক্যধিতা আর্ন্তজাতিক সংগঠনে আপনার সদস্যপদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। ইউনাইটেড স্টেটসের সকল প্রকার অনুদান কর-বর্হিভূত।

সাক্যধিতা সদস্যপদ

(বুদ্ধিস্ট নারীদের সর্মথন করুন সাক্যধিতায় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে)

☐ আমি সাক্যধিতার সাথে যুক্ত হতে চাই

☐ জ্আমি সাক্যধিতার সদস্যপদ নবায়ন করতে চাই

- ☐ ৩০০ ডলার আজীবন সদস্যপদ
- ☐ ১৫০ ডলার পৃষ্ঠপোষক
- ☐ ৭৫ ডলার সর্মথক
- ☐ ৩০ ডলার নিয়মিত সদস্য
- ☐ ১৫ ডলার নান / শিক্ষার্থী / বেকার
- ☐

☐ অতিরিক্ত কর- বর্হিভূত অনুদান ডলার

ডম্ভ্রন্ট:

নাম: ______________________________

ঠিকানা: ______________________________

শহর: ______________________________

রাস্ট্র: ______________________________

দেশ: ______________________________

ফোন (বাসা): ______________________________

ফোন (র্কমক্ষেত্র): ______________________________

ই- মেইল: ______________________________

ধারণা এবং আগ্রহ: ______________________________

শুধু ইউনাইটেড স্টেটসের ডলার চেক অথবা মানি র্অডার রূপে গ্রহণযোগ্য।

আপনার সর্মথনের জন্য ধন্যবাদ।

সাক্যধিতা
বুদ্ধিস্ট নারীদের আর্ন্তজাতিক এসোসিয়েশন
৯২৩ মোকাপু বিএলভিডি
কাইলুয়া, এইচআই ৯৬৭৩৪ ইউএসএ

sakyadhita
international association of buddhist women
923 Mokapu Blvd.
Kailua, HI 96734 USA
www.sakyadhita.org

সাক্যধিতা

(বুদ্ধিস্ট নারীদের আর্ন্তজাতিক এসোসিয়েশন)

সাক্যধিতা
(বুদ্ধিস্ট নারীদের আর্ন্তজাতিক এসোসিয়েশন)

সাক্যধিতা, “বুদ্ধের কন্যা”, পৃথিবীর অন্যতম একটি আর্ন্তজাতিক বুদ্ধিস্ট নারী সংগঠন। এটা এমন একটি সংস্থা যেখানে নারী (এবং পুরুষ) বৌদ্ধ সমাজে তাদের জীবনে পরিবর্তন সাধনের জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ। এই আর্ন্তজাতিক সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৮৭ সালে ভারতের বোধগয়ায় অনুষ্ঠিত প্রথম আর্ন্তজাতিক বুদ্ধিস্ট নারী সম্মেলন শেষ হওয়ার মধ্য দিয়ে। সাক্যধিতার উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভিন্ন দেশ এবং সংস্কৃতির সকল বৌদ্ধ নারীদের একত্রিত করা, তাদের কল্যাণের জন্য কাজ করা, এবং মানব কল্যাণের জন্য তাদের কাজকে আরো সহজ করে তোলা।

খ্রিষ্টপূর্ব ১৬ শতকে, বুদ্ধ তার আধ্যাত্মিক বাণীর মাধ্যমে নারী ও পুরুষের সমতার কথা প্রচার করেন। এই বাণী প্রচারের মাধ্যমে বুদ্ধ নারীদেরকে তাদের শরীরবৃত্তীয় কাজ এবং শুধু সন্তান জন্মদানের ভূমিকা থেকে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানান। বুদ্ধ আত্মিক দিক থেকে নারী ও পুরুষকে সমান র্মযাদা দিয়েছেন, আর এ বৈশিষ্ট্যই বৌদ্ধ র্ধমকে পৃথিবীর অন্যান্য সব প্রধান র্ধম থেকে পৃথক করেছে। র্দুভাগ্যবশত বৌদ্ধ র্ধমের প্রাচীণ র্দশনেই শুধু নারী সমতার অস্তিত্ব ছিল র্বতমানে বৌদ্ধ সমাজে নারীরা সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

ধারণা করা হয় পৃথিবীতে প্রায় ৩০০ মিলিয়ন বৌদ্ধ নারী রয়েছে যাদের মধ্যে ১ লাখ ৩০ হাজার নান। এদের মধ্যে বেশীরভাগ নারী দারিদ্র্যের শিকার, যারা সব ধরণের সুযোগ সুবিধা এবং শিক্ষা থেকে বঞ্চিত, যা তার মৌলিক অধিকার। যদিও বুদ্ধ নারী- পুরুষ সমতায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং নারীদের জন্য একটি মঠও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তবুও বৌদ্ধ র্ধম দেশের বাইরে ছড়িয়ে পড়ার সময় এতে পুরুষের আধিপত্য প্রবল আকারে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। র্বতমানে মাত্র তিনটি জাতি আছে যেখানে নারী ও পুরুষ সমান র্মযাদা লাভ করে। এরা হলো: চাইনিজ, কোরিয়ান এবং ভিয়েতনামিজ।

সাক্যধিতার সদস্যরা পৃথিবীব্যাপী বৌদ্ধ সমাজে জেন্ডার সমতা এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভের ক্ষেত্রে নারী- পুরুষের সমান অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে কাজ করছেন। সদস্যরা নারীদেরকে বিভিন্ন পেশায় মেধা বিকাশে যেমন শিক্ষার্থী, পেশাদার লোক, শিক্ষক, পরার্মশদাতা, শিল্পী, সংগঠক, মানবতাবাদী সমাজর্কমী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করে। সাক্যধিতার মূল উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে:

১.বুদ্ধিস্ট নারীদের জন্য একটি আর্ন্তজাতিক সংঘ প্রতিষ্ঠা করা।

২.পৃথিবীর নারীদের আধ্যাত্মিক ও সাংসারিক জ্ঞান বৃদ্ধি করা।

৩.বুদ্ধিস্ট শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করা।

৪.বৌদ্ধ সমাজে এবং অন্যান্য র্ধমে বৌদ্ধের বাণী এবং ঐক্য প্রচার করা।

৫.বুদ্ধিস্ট নারীদের উপর বিভিন্ন ধরণের গবেষণা, পাবলিকেশন প্রভৃতি রচনায় সকলকে উৎসাহিত করা।

৬.মানব কল্যাণের জন্য মানবতাবাদী সামাজিক র্কমকান্ডকে পরিচালিত করা।

৭.বুদ্ধের শিক্ষার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।

যেসব বুদ্ধিস্ট নারীরা সাক্যধিতা আর্ন্তজাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে তাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা কাজ করে এবং সমাজের প্রতি তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকে। এই র্পযন্ত সাক্যধিতা আর্ন্তজাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে বোধগয়া (১৯৮৭), ব্যাংকক (১৯৯১), কলম্বো (১৯৯৩), লাদাখ (১৯৯৫), ফনোম পেং (১৯৯৮), লুম্বিনি (২০০০), তাইপেই (২০০২), সিউল (২০০৪), কুয়ালালামপুর (২০০৬), উলানবাটোর (২০০৮), এবং হো চি মিন সিটি (২০০৯)। পরর্বতী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে ২০১১ সালে ব্যাংককে।

এই সম্মেলনগুলোর মধ্য দিয়ে নারীরা নতুন মেডিটেশন সেন্টার, শিক্ষা র্কমসূচী, মঠ, এবং নারীদের জন্য আবাসস্থান প্রতিষ্ঠা করেছে। তারা জাতীয় এবং আর্ন্তজাতিক র্পযায়ে বিভিন্ন সম্মেলন, রিট্রিট, স্টাডি গ্রুপ এবং বিভিন্ন প্রজেক্টের আয়োজন করে। র্বতমানে হাজার হাজার বৌদ্ধ নারী তাদের র্ধমে এবং সমাজে নতুন ভূমিকায় অবর্তীণ হচ্ছে। শত শত নান নিজেদের দেশে উচ্চ র্মযাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছে যা র্পূবে ছিল প্রায় অসম্ভব। দিন দিন এই সংস্থার নারীরা বিভিন্ন ধরণের উন্নতি সাধন করছে যা ১৯৮৭ সালে সাক্যধিতা প্রতিষ্ঠার র্পূবে ছিল প্রায় অকল্পনীয়।

সাক্যধিতার জাতীয় এবং স্থানীয় শাখাসমূহ বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যেখানে নারীরা স্থানীয় ও আর্ন্তজাতিক উভয় ক্ষেত্রে নেটওয়ার্ক তৈরী এবং প্রজেক্ট পরিচালনা করে। সাক্যধিতা চিঠি প্রদানের মাধ্যমে এর সদস্যদেরকে বিভিন্ন পদক্ষেপ সর্ম্পকে সময়োপযোগী